মুহতারাম আলেমসমাজ ও দীনদারদের খিদমতে জরুরি প্রশ্ন

অধ্যাপক গোলাম আযম

মুহতারাম আলেমসমাজ ও দীনদারদের খিদমতে জরুরি প্রশ্ন

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৬

মুহতারাম আলেমসমাজ ও দীনদারদের খিদমতে জরুরি প্রশ্ন ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আজাদ সেন্টার ৯ম তলা, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭১৭০৩৫৬২২, ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০১৫৫২৩৮৮৪২৩। বিক্রয়কেন্দ্র : পল্টন ট্রেড সেন্টার (নিচ তলা), ৫১, ৫১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ❖ ৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস : কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ : কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

নির্ধারিত মূল্য : বারো টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 57 5

www.pathagar.com

এ বই লেখার কৈফিয়ত

আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে দীনের ইলম দান করেন, তারা এ মহানিয়ামত শুধু নিজেই ভোগ করেন না, সাধ্যমতো অন্যদের নিকটও তা বিতরণ করেন। প্রত্যেক আলেমই দীনের খিদমত করে থাকেন। যার পক্ষে যেভাবে যতটুকু সম্ভব দীনের খিদমতে লেগে আছেন।

অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও দীনের যেটুকু ধারণা আছে, তা একমাত্র আলেমসমাজেরই অবদান। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে ভালোবাসে, কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, নামায-রোযা করে—একমাত্র আলেমসমাজই তাদের শিক্ষক।

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনকালে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (র) ও মাওলানা শাহ ইসমাইল ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করে দীন ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে তাঁদের শাহাদাতের পর এ আন্দোলন থেমে যায়।

এরপর ১০০ বছরের মধ্যেও ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ঐ কুফরী শাসনামলে আলেমসমাজের আপ্রাণ চেষ্টায় কোনো রকমে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা চালু থাকে এবং মুসলিম জাতির ঈমান রক্ষা পায়।

১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতির ঐক্যপ্রচেষ্টার ফলে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি ইসলামী দল এ উদ্দেশ্যে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনো আলেমসমাজের বিরাট অংশ ময়দানে সক্রিয় হননি। তারা যদি সকলে এ আন্দোলনে এগিয়ে আসেন তাহলে জনগণ তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। রাজনৈতিক ময়দান বেদীনদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলেই জনগণ বাধ্য হয়ে তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়।

আলেমসমাজ অগ্রসর হলে সকল দীনদারই তাদের পেছনে কাতারবন্দী হবেন। তাই আলেমসমাজ ও দীনদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই এ বইটি লিখলাম।

গোলাম আযম

লন্ডন, জুলাই ২০০৬

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মুহতারাম আলেমসমাজ ও দীনদারদের খিদমতে জরুরি প্রশ্ন /৫
দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব সবচেয়ে বড় ফরয কি না? /৬
বিশ্বনবীর প্রধান দায়িত্ব /৬
দীন বিজয়ী বা কায়েম হওয়ার মর্ম কী? /৭
রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে মুসলিমদের কর্তব্য /৮
নেতৃত্বের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক /৯
নেতৃত্বের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবীর কর্মপদ্ধতি /১০
উদ্দেশ্য অনুযায়ীই লোক তৈরি হয় /১২
দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেও লোক তৈরি করা হয় /১৩
লোক তৈরির দুদফা কর্মসূচি /১৪
সংগ্রামযুগেই আন্দোলনের যোগ্য লোক জোগাড় হয় /১৫
খিদমতে দীন ও ইকামাতে দীনের মাঝে পার্থক্য /১৭
বাংলাদেশে বর্তমানে সংগ্রামযুগ চলছে /১৭
বাংলাদেশে দীনের বিজয়ের সম্ভাবনা /১৮
ইসলামী রাজনীতির গুরুত্ব /১৯
রাজনীতি কাকে বলে? /২০
রাজনীতি করা কি হারাম? /২০
ক্ষমতার রাজনীতি বনাম দেশ গড়ার রাজনীতি /২১
রাজনীতি কি বেদীনদের নেতৃত্বেই চলবে? /২১
জনসমর্থন ছাড়া ইসলামের বিজয় সম্ভব নয় /২৩

www.pathagar.com

মুহতারাম আলেমসমাজ ও দীনদারদের খিদমতে জরুরি প্রশ্ন

১. দীন ইসলামকে বিজয়ী করাই কি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আসল দায়িত্ব ছিল না? সাহাবায়ে কেরাম (রা) কি এ মহান দায়িত্ব পালন করেননি? এ দায়িত্ব কি ঈমানদারদের ওপর সবচেয়ে বড় ফরয নয়?

২. রাসূল (স) কি ইসলামী হুকুমত কায়েম করেননি? আলেম ও দীনদারদের ওপর কি এ দায়িত্ব বর্তায় না?

৩. রাসূল (স) কি শাসনক্ষমতা বেদীনদের হাতে ছেড়ে দিয়ে শুধু দীনের কিছু খিদমত করাই যথেষ্ট মনে করতেন? বেদীনদের হাতে ক্ষমতা থাকা অবস্থায় কি দীন বিজয়ী হতে পারে?

৪. দেশের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বেদীনদের দখলে থাকলে কি আল্লাহর আইন কায়েম হতে পারে? আল্লাহর আইন কায়েম করা কি সৎ লোকের শাসন ছাড়া সম্ভব?

৫. জনগণের ভোটেই কি সরকার কায়েম হচ্ছে না? ভোটের ময়দানে জনগণের সামনে কি আলেম ও দীনদার লোক আছেন?

৬. রাজনীতির ময়দান কাদের দখলে রয়েছে? আলেম ও দীনদাররা এ ময়দানে এত পেছনে কেন? রাসূল (স) কি রাজনীতি করেননি?

৭. রাজনীতি করা কি হারাম? কোন্ ধরনের রাজনীতি নাজায়েয? রাসূল (স) যে রাজনীতি করেছেন তা কি ফরয নয়?

এসব প্রশ্নের যে জবাব আমি সঠিক বলে মনে করি, তা-ই এ পুস্তকে আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব সবচেয়ে বড় ফরয কি না?

হাদীসে আলেমদেরকে নবীগণের ওয়ারিশ বলা হয়েছে। এ অর্থেই আলেমসমাজকে 'নায়েবে নবী' বলা হয়। অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে নবীগণ কাজ করেছেন, আলেমসমাজকেও সে উদ্দেশ্যেই কাজ করতে হবে। তা না হলে নবীর ওয়ারিশের দায়িত্ব পালন করা হবে না।

তাই সর্বপ্রথম আলোচনা করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে প্রধানত কোন্ দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠিয়েছেন? মুহাম্মদ (স) কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির নিকট নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত। তাই তাঁকে বিশ্বনবী বলা হয়। তাঁর প্রধান দায়িত্ব কী ছিল?

বিশ্বনবীর প্রধান দায়িত্ব

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে কোন্ প্রধান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় তিনটি সূরায় জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা তাওবার ৩৩ নং আয়াত, সূরা ফাত্হের ২৮ নং আয়াত ও সূরা সাফ্-এর ৯ নং আয়াতে একই ভাষায় তা ঘোষণা করা হয়েছে। তিন-তিনবার তিনি একই কথা বলায় বোঝা গেল, আল্লাহ্ তাআলা কথাটিকে সর্বাত্মক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বলে মনে করেন। আয়াতটি হলো :

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۔

অর্থাৎ, তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি (এ দীনকে) অন্য সব রকম দীনের উপর বিজয়ী করে দেন।

সূরা ফাত্হে আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে, وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا তথা 'এ বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট'। অর্থাৎ, আমার রাসূলকে কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালাম, এ বিষয়ে অন্য কারো বক্তব্যের কোনো প্রয়োজন নেই; আমার বক্তব্যই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا

بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۔

অর্থাৎ, 'তিনি তোমাদের জন্য ঐসব নিয়ম-কানুনই ঠিক করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন ও যা আমি (হে নবী!) এখন আপনার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি এবং যার হেদায়াত আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদসহ দিয়েছিলাম যে, এই দীনকে কায়েম করুন। আর এ ব্যাপারে একে-অপর থেকে আলাদা হবেন না।'

আগের তিনটি আয়াতে দীনকে বিজয়ী করার কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে দীনকে কায়েম করতে বলা হয়েছে। দীন বিজয়ী হলেই তো কায়েম হলো, আর দীন কায়েম হলেই তো বিজয়ী হলো। বোঝা গেল, একই মর্মকথাকে দুরকম শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে।

দীন বিজয়ী বা কায়েম হওয়ার মর্ম কী?

বাংলাদেশে বর্তমানে দীনের যে অবস্থা তা আলোচনা করলে দীন বিজয়ী বা কায়েম হওয়ার মর্ম বুঝতে সহজ হবে। বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা, আইন ও বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি কোনোটাই ইসলামী নয়। ব্রিটিশ শাসকরা যে ব্যবস্থা চালু করে গেছে, তা-ই এখানে জারি আছে। তাই এটাকে দীনে হকের বিপরীত 'দীনে বাতিল' মনে করতে হবে। বাংলাদেশে দীনে বাতিলই কায়েম আছে। দীনে হক দীনে বাতিলের অধীনে কোনো রকমে টিকে আছে।

ফলে শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ, আইন, বিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে তো ইসলামী ব্যবস্থা অনুপস্থিত বটেই– এমনকি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের মতো ইসলামের বুনিয়াদও অত্যন্ত নড়বড়ে। আল্লাহ তাআলা ঐ চারটি বুনিয়াদকে ফরয করেছেন; কিন্তু বাংলাদেশে এর কোনোটাই ফরযের মর্যাদায় নেই। এ সবই মুবাহ-এর অবস্থায় পড়ে আছে। যার ইচ্ছা সে পালন করে, যার ইচ্ছা নেই সে পালন করে না। ইসলাম বিজয়ী হলে সরকার এসবকে মুসলিম সমাজে কায়েম করবে। নামাযকে সকল মুসলমানদের মধ্যে চালু করবে, রমযানে প্রকাশ্যে কোনো

www.pathagar.com

মুসলিমকে খেতে দেখলে তাকে পুলিশ ধরবে, সকল ধনী থেকে যাকাত সংগ্রহ করবে এবং হকদারদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেবে, যাদের উপর হজ্জ ফরয তাদেরকে হজ্জ করার জন্য তাকীদ দেবে– তখন এ সবই ফরযের মর্যাদা পাবে।

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা যদি ইসলামী হতো, তাহলে শিক্ষিত সকল মুসলমান খাঁটি মুসলিম চরিত্রের অধিকারী হতো; সত্যিকার মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক তৈরি হতো। বাংলাদেশের সরকার যারা পরিচালনা করেন তারা মন্ত্রী ও আমলা। তারা সৎ হলে বাংলাদেশ বিশ্বে দুর্নীতিতে বারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো কলঙ্ক হতো না।

দীনে হক বিজয়ী হলে বাতিল দীন দীনে হকের অধীনে থাকবে। সুদ ছাড়াই ব্যাংক চলবে। ঘুষ ও দুর্নীতি উৎখাত হবে। আদালতে শরীয়া অনুযায়ী বিচার হলে দেশে অপরাধ কমতে থাকবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে অসৎ, চরিত্রহীন, মিথ্যাবাদী, উগ্রপন্থি, কটুভাষী, ফ্যাসিবাদী লোক টিকতে পারবে না।

প্রকৃতপক্ষে দীনে হক বাংলাদেশে ইয়াতীম অবস্থায় আছে। যারা নিজেদের তাকীদে দীনের যতটুকু পালন করে ততটুকুই চালু আছে। দীনের কোনো প্রাধান্য নেই। দীনের কোনো কর্তৃত্ব নেই। দীনে বাতিলই বিজয়ী আছে।

রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে মুসলিমদের কর্তব্য

সূরা হাজ্জ-এর ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ .

অর্থাৎ, তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে মুসলিম শাসকদেরকে চার দফা কর্মসূচি দিয়েছেন :

১. নামায কায়েমের মাধ্যমে জনগণের চরিত্র গঠন করবে। নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে বলে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকার সালাত কায়েমের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের চরিত্র উন্নত করবে।

www.pathagar.com

২. যাকাতব্যবস্থা চালু করে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করবে এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, যাতে কেউ মৌলিক মানবিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না থাকে।

৩. সমাজের জন্য কল্যাণকর যাবতীয় কার্যকলাপ চালু করার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবে এবং জনগণকে তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে ও নির্দেশ দেবে।

৪. সমাজের জন্য মন্দ, ক্ষতিকর এমন সকল প্রকার তৎপরতা বন্ধ করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাবে এবং জনগণকে সেসব থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলিমদের হাতেই আছে। কিন্তু কোনো সরকারই উপরিউক্ত চার দফা কর্মসূচি চালু করেনি; বরং তৃতীয় ও চতুর্থ দফার বিপরীত কাজই করেছে ও করছে। সমাজবিরোধী ও চরিত্রবিধ্বংসী কার্যকলাপ ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই চলে। এসব বন্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

আলেমসমাজ মসজিদের খুতবায় এবং ওয়ায-মাহফিলে জনগণকে ভালো কাজের জন্য নসীহত ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার অনুরোধ করতে পারেন মাত্র। এতে সমাজে ভালো কাজ চালু এবং মন্দ কাজ বন্ধ হতে পারে না। ভালো কাজের 'আমর' বা আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে 'নাহী' বা নিষেধ করার ক্ষমতা আলেমদের নেই; এ ক্ষমতা সরকারের হাতেই আছে।

নেতৃত্বের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক

এ কথা বাস্তবে প্রমাণিত যে, দেশের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোকদের হাতে না আসা পর্যন্ত ঐ চার দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হতে পারে না। রাষ্ট্রক্ষমতা যে ধরনের চরিত্রের লোকদের হাতে থাকে, দেশে তারা সে ধরনের কাজই করে। যোগ্য লোকেরা ক্ষমতাসীন হয়; কিন্তু যোগ্য লোক যদি অসৎ হয় তাহলে যোগ্যতার সাথে অসৎ কাজই তো করবে। তাই জনগণকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, সমাজে অর্থনৈতিক ইনসাফ কায়েম করতে হলে, ভালো কাজ চালু ও মন্দ কাজ বন্ধ করতে হলে নেতৃত্বের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

সৎ ও চরিত্রবান যোগ্য লোক সমাজে রেডিমেড পাওয়া যায় না; বিদেশ থেকে আমদানি করার পণ্যও নয়, আকাশ থেকেও নাযিল হয় না। পরিকল্পনা করে সৎ লোক তৈরি করতে হয়।

www.pathagar.com

সূরা নূর-এর ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেমনিভাবে তাদের আগের লোকদেরকে বানিয়েছিলেন।

এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, 'মুমিন ও সালেহ' একদল লোক তৈরি হলে তাদেরকে খিলাফতের দায়িত্ব দেবেন বলে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ লোক তৈরি করার দায়িত্ব নেননি। লোক তৈরি হলে তাদেরকে খিলাফতের দায়িত্ব দেবেন।

নেতৃত্বের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবীর কর্মপদ্ধতি

নবী করীম (স) يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ বলে যে দাওয়াত দিলেন, এর মর্ম মক্কার নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন। এক আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং অন্য কোনো হুকুমকর্তাকে না মানার এ দাওয়াত থেকে তারা বুঝলেন যে, জনগণের মধ্যে মুহাম্মদ (স) নামক 'আলআমীন' ও 'আসসাদিক' হিসেবে খ্যাত ব্যক্তির যে মর্যাদা রয়েছে, তাতে তাঁর ডাকে জনগণ সাড়া দিলে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। তারা তাদের মনগড়া যে বিধি-বিধান অনুযায়ী নেতাগিরি করছে তার বদলে আল্লাহর নামে মুহাম্মদ যেসব বিধান চালু করবেন তা জনগণ গ্রহণ করলে তাদেরকেও সেসব বিধান মেনে চলতে হবে।

তারা নিজেদের স্বার্থবাদী মান অনুযায়ী ধারণা করল যে, মুহাম্মদ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চান। তাই তারা তাঁকে নতুন দাওয়াত ত্যাগ করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে মক্কার বাদশাহী কবুল করার আহ্বান জানিয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে যে বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন তা ত্যাগ করতে তিনি কিছুতেই রাজি হতে পারেন না। তাছাড়া তিনি বাদশাহ হলেও আবূ জাহল ও আবূ লাহাবদের নেতৃত্ব জারি থাকবে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ যা চান তা করতে হলে জনগণের মধ্য থেকে যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও

www.pathagar.com

নবীর নেতৃত্ব মেনে নেবে এমন এক জামায়াত লোক তৈরি করতে হবে, যাদেরকে নিয়ে জাহিলিয়াতের নেতৃত্ব খতম করে নতুন নেতৃত্ব কায়েম করা সম্ভব হবে।

১৩ বছর পর্যন্ত জাহেলী নেতৃত্বের নির্যাতন ও চরম বিরোধিতা সহ্য করে রাসূল (স) যখন একদল মুমিন ও সালেহ লোক তৈরি করলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে তাঁর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দিলেন। এরপর দশ বছরে গোটা আরবে জাহেলী নেতৃত্বের বদলে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম হয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা চালু হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুহাম্মদ (স) মক্কায় জন্মগ্রহণ করলেন, সেখানেই নবুওয়াতের দায়িত্ব পেলেন এবং প্রয়োজনীয় এক জামায়াত লোক সেখানে থাকাকালেই জোগাড় হলো; কিন্তু মক্কায় কেন খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হলো না? এর কারণ স্পষ্ট। দীনের বিজয়ের জন্য দুটো শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি। একটি শর্ত হলো, এক জামায়াত লোক তৈরি হওয়া। অপর শর্তটি হলো, জনগণের সক্রিয় বিরোধী না হওয়া। কুরাইশনেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মক্কার জনগণ এতটা চরম বিরোধী ছিল যে, রাসূল (স)-কে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। আল্লাহ তাআলা দীনের নিয়ামত কোনো বিরোধী কাওমের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন না। দীন কবুল করা ও না করার ইখতিয়ার তিনিই দিয়েছেন।

হিজরতের তিন বছর পূর্ব থেকেই হজ্জের মৌসুমে মদীনার আউস ও খাজরায নামক বড় দুটো গোত্র মিনায় রাসূল (স)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁরাই তাঁকে মদীনায় যাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। আল্লাহর অনুমতি পেয়ে তিনি হিজরত করেছেন। ইহুদি গোত্রগুলো ঈমান না আনলেও তারা তখনো বিরোধী ছিল না। মক্কার পথে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে কুবা নামক স্থানে মদীনাবাসীরা রাসূল (স)-এর আগমনের জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিলেন।

যদি কোনো এলাকার জনগণ দীনের সমর্থক হয় তাহলে দ্বিতীয় শর্তটি মযবুতভাবে আছে বলে বুঝা যায়; কিন্তু সমর্থক হওয়া শর্ত নয়। সক্রিয় বিরোধী না হলেই শর্তটি আছে বলে মনে করতে হবে।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য অনুযায়ীই লোক তৈরি হয়

যেকোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থা যে উদ্দেশ্যে লোক তৈরি করতে চায়, সে রকম লোকই তৈরি হয়। বিনা পরিকল্পনায় লোক তৈরি হয় না। যে রকম লোক গড়ার উদ্দেশ্য থাকে সে ধরনের লোক ছাড়া অন্যরকম লোক তৈরি হতে পারে না।

বাংলাদেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদ্বান লোক তৈরি হচ্ছে। বিদ্যা শিক্ষা দান করাই এসবের উদ্দেশ্য। সৎ ও চরিত্রবান শিক্ষিত মানুষ গড়ার কোনো কর্মসূচি নেই। এ বিদ্যা শিক্ষা করা সত্ত্বেও যারা সততা রক্ষা করে চলেন তারা তাদের পারিবারিক শিক্ষা ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় সৎ হয়েছেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অবদান নেই।

মাদরাসাসমূহের উদ্দেশ্য আলেম তৈরি করা। এ উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিরাট সংখ্যায় আলেম তৈরি হচ্ছেন। আলেমগণের মধ্যে যারা দীনকে বিজয়ী বা কায়েম করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, তারা ইসলামী সংগঠনের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে মাদরাসার সরাসরি কোনো অবদান নেই। কোনো কোনো মাদরাসার অবদান থাকতেও পারে। সাধারণভাবে সকল মাদরাসায় যদি এ উদ্দেশ্যে লোক তৈরি করা হতো, তাহলে আলেমসমাজের সকলেই ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

হাক্কানী পীরগণের খানকায় আল্লাহর 'যাকের' ও রাসূল (স)-এর 'আশেক' এবং ব্যক্তিগত জীবনে 'মুত্তাকী' তৈরি হয়। এটাই সেখানকার উদ্দেশ্য। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) তাঁর রচিত 'কাসদুস সাবীল' নামক পুস্তিকাটিতে হাক্কানী পীরের যে পরিচয় দিয়েছেন তাদের কথাই আমি উল্লেখ করলাম।

তাবলীগ জামায়াত মানুষকে আখিরাতমুখী বানানোর উদ্দেশ্যেই সংসারের ঝামেলা থেকে টেনে বের করে চিল্লায় নিয়ে যায়। আমি এমএ পরীক্ষার পরপরই প্রথমবার একসাথে তিন চিল্লা, পরবর্তীতে আবার একসাথে তিন চিল্লা এবং আরো দুবার দুচিল্লায় এটাই উপলব্ধি করেছি। মানুষ দুনিয়ার ধান্দা করেই মরে। দুনিয়ার দায়িত্ব থেকে আলাদা করে কিছু দিন চিল্লায় থাকলে মনটা আখিরাতমুখী হয়, নামায শুদ্ধ হয়, দৈনন্দিন জীবনে দোআ পড়ার অভ্যাস হয় এবং অন্যদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জযবা পয়দা হয়।

www.pathagar.com

দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেও লোক তৈরি করা হয়

ইংরেজ শাসনামলে উনিশ শতকের প্রথমদিকে সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভী শহীদ ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে 'মুজাহিদ আন্দোলন' হয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে লোক জোগাড় ও তৈরি হলে সীমান্ত প্রদেশে তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে তাঁরা শহীদ হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে ভারতকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলকে সমর্থন দেয়। ১৯৪৩ সালে ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (র)-এর উদ্যোগে পাকিস্তান দাবির পক্ষে সমর্থন দেওয়ার জন্য 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' কায়েম হয়েছে। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সম্মত না হওয়ায় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কয়েকজন নেতা ১৯৫৩ সালে 'নেযামে ইসলাম পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। তাঁরা হলেন মাওলানা থানভী (র)-এর খলীফা মাওলানা আতহার আলী (র), পটিয়া কাওমী মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (র) ও হযরতনগর কামিল মাদরাসার মাওলানা সাইয়্যেদ মুসলিহুদ্দীন (র)।

১৯৮০-এর দশকে মাওলানা থানভী (র)-এর আরেক খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ (হাফেযজী হুযুর) 'খেলাফত আন্দোলন' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন কায়েম করেছেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক তা থেকে পৃথক হয়ে 'খিলাফত মজলিস' কায়েম করেছেন। চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়্যেদ ফযলুল করীম 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছেন। লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়ার মুহতামীম মাওলানা ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি' নামে একটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে।

ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত সকল আন্দোলন যাদের নেতৃত্বে কায়েম হয়েছে তাঁরা সকলেই মাদরাসা ও খানকার লোক। মাদরাসা ও খানকা যদি ইকামাতে দীনের আন্দোলন হতো তাহলে তাঁরা আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন

www.pathagar.com

কায়েম করা প্রয়োজন মনে করতেন না। তাঁরা দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে পৃথক সংগঠন কায়েম করে রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালনের ফলে আন্দোলনের যোগ্য লোক তৈরি হচ্ছে। মাদরাসা ও খানকায় এ জাতীয় লোক তৈরি করা যায় না।

লোক তৈরির দুদফা কর্মসূচি

ইকামাতে দীনের আন্দোলনের আদর্শ হলেন আল্লাহর রাসূল (স)। তাঁর আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটো প্রধান কর্মসূচি দেখতে পাই– একটি ইতিবাচক, অপরটিকে নেতিবাচক বলা যায়।

ইতিবাচক কর্মসূচি কুরআনের চারটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ নং আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত ও সূরা জুমুআর ২ নং আয়াত। সূরা জুমুআর আয়াতটি নিম্নরূপ :

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ

অর্থাৎ, তিনি সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।

এ আয়াতে যে চার দফা কর্মসূচি রয়েছে, তা হলো– ১. তিলাওয়াতে আয়াত, ২. তাযকিয়ায়ে নাফস, ৩. তা'লীমে কুরআন, ৪. তা'লীমে হিকমত।

সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের উপরিউক্ত তিনটি আয়াতে শব্দের কিছু পার্থক্য এবং দফাসমূহের তারতীবে ভিন্নতা থাকলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ চারটি দফাই তাতে আছে। রাসূল (স) ইতিবাচক এ চারটি দফার মাধ্যমে লোক তৈরি করেছেন। বর্তমানে মাদরাসা ও খানকা মিলিয়ে এ চারটি দফার কাজ মোটামুটি হচ্ছে।

নেতিবাচক কর্মসূচি হলো, বাতিল শক্তির বিরোধিতার মোকাবিলা করে আন্দোলনের ময়দানে ত্যাগী, সংগ্রামী, সাহসী ও ধৈর্যশীল হয়ে গড়ে ওঠা এবং শাহাদাতের জযবার অধিকারী হওয়া।

www.pathagar.com

নবী-রাসূলগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই, সকল বাতিল শক্তি একজোট হয়ে তাঁদেরকে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। দীনে হক কায়েমের আন্দোলনকে দীনে বাতিল সহ্য করতে পারে না। হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাধ্যমেই সমাজ থেকে ইকামাতে দীনের যোগ্য লোক জোগাড় হয়। মক্কায় বাতিলের কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমেই সাহসী, ত্যাগী ও সংগ্রামী লোক জোগাড় হয়েছে। সংঘর্ষ ছাড়া এ জাতীয় লোক বাছাই করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ হকপন্থি তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকে বাতিল শক্তির হাতে নির্যাতিত হতে বাধ্য করেন কেন? এটা দুষাঁড়ে লড়াই লাগিয়ে তামাশা দেখার মতো আল্লাহর কোনো শখের খেলা নয়।

সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ নং আয়াতে তিনি বলেছেন,

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদেরকে কিছুতেই এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা এখন আছ। তিনি পবিত্র লোকদেরকে নাপাক লোকদের থেকে আলাদা করবেনই।

উহুদ যুদ্ধের সময় ময়দানে এবং মদীনা শহরে মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করেছিল। মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে যে বিরাট পরীক্ষা হয়ে গেল সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যাবে, কে খাঁটি মুমিন, আর কে মুনাফিক; কে পবিত্র, আর কে অপবিত্র; কে খাবীস, আর কে তাইয়িব।

সংগ্রামযুগেই আন্দোলনের যোগ্য লোক জোগাড় হয়

ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে সংগ্রামযুগ বলা হয়। এ যুগকেই ব্যক্তি গঠনের বা লোক তৈরির যুগ বলা যায়। নবী করীম (স)-এর আন্দোলনের এ যুগটিকে মাক্কী যুগ বলা হয়। এ যুগে নাযিল হওয়া সূরাগুলো মাক্কী সূরা নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

এ যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন বা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হন তাদের দুনিয়ার স্বার্থ বা সুযোগ-সুবিধা হাসিল করার কোনো উদ্দেশ্যে আসে না। এমন কোনো সুযোগও থাকে না, বরং এ যুগে বাতিল শক্তির বাধা-বিপত্তি ও জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখিরাতের সাফল্য ও দীনের স্বার্থেই তারা এমন হিম্মত করেন। মাক্কী যুগে এ জাতীয় লোকেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সে যুগে স্বয়ং রাসূল (স)-কেও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পরে বিজয়যুগে দলে দলে যখন প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কারা দীনের খাতিরে, কারা বাধ্য হয়ে এবং কারা বিজয়ের সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে আসলেন তা যাচাই-বাছাই করার কোনো উপায় নেই। এতে প্রমাণিত হয়, দীনে বাতিল কায়েম থাকাকালেই ঐসব লোক জোগাড় হয়, যারা দীনের জন্য খাঁটি মুখলিস।

সংগ্রাম যুগে দীনের যে মুখলিস লোক জোগাড় হয়, বিজয় যুগে তারাই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়। বিজয়যুগকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যুগ বলা হয়। রাসূল (স)-এর সময়ের বিজয়যুগ মাদানী যুগ নামে পরিচিত।

মাক্কী যুগের ১৩ বছরে যারা কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তাঁদেরকে হিজরতের মাধ্যমে শেষ পরীক্ষা দিতে হলো। যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও হিজরত করতে সক্ষম হননি তারাও দুর্বলতার পরিচয় দিলেন। যারা দীনের স্বার্থে নিজের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন (যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি), এমনকি জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করলেন তাদের হাতে মদীনায় রাষ্ট্রক্ষমতা এল।

এ ক্ষমতা যাদের হাতে আসে তারা ইচ্ছা করলে দুর্নীতি করে সহজেই বিরাট সম্পদের মালিক হতে পারে, স্বজনপ্রীতি করে অন্য যোগ্য লোক বাদ দিয়ে অযোগ্য আত্মীয়কে সুযোগ দিতে পারে।

কিন্তু যারা হিজরত করে মদিনায় এসে রাষ্ট্রক্ষমতা পেলেন, তারা কি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করতে পারেন? দীনের স্বার্থে সম্পদের লোভ ত্যাগ করে নিজের সম্পদ যারা ফেলে এলেন তাদের পক্ষে কি দুর্নীতি করা সম্ভব? যারা দীনের খাতিরে আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করলেন তাদের পক্ষে কি স্বজনপ্রীতি করা সম্ভব?

আল্লাহ তাআলা সংগ্রামযুগের এসব পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ লোকদের হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা বা খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। হক ও বাতিলের সংঘর্ষ ছাড়া সত্যিকার হকপন্থি বাছাই করা সম্ভব নয় বলেই এ পদ্ধতির প্রয়োজন।

www.pathagar.com

খিদমতে দীন ও ইকামাতে দীনের মাঝে পার্থক্য

আলেমগণ সকলেই কম হোক, বেশি হোক দীনের খিদমতে লেগে আছেন। মাদরাসা, খানকা, তাবলীগ ইত্যাদি দীনের বড় বড় খিদমত। এসব খিদমতের সাথে দীনে বাতিলের কোনো সংঘর্ষ হয় না। কারণ, দীনে বাতিল এসব খিদমতকে তাদের স্বার্থের বিরোধী বলে গণ্য করে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কোনো কর্মসূচি ঐসব খিদমতে দীনের মধ্যে আছে বলে দীনে বাতিল মনে করে না। তাই সেখানে সংগ্রামযুগ নেই। এ কারণেই শুধু খিদমতে দীন দ্বারা দীনের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। শত শত বছর থেকে দীনের খিদমত হচ্ছে। যদি এর দ্বারাই দীনের বিজয় সম্ভব মনে করা হতো, তাহলে ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না।

তবে ঐসব খিদমত অবশ্যই ইকামাতে দীনের সহায়ক। বাংলাদেশে যতগুলো ইসলামী রাজনৈতিক দল আছে, তাতে যে আলেমগণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, তারা মাদরাসা থেকেই আলেম হয়েছেন। মাদরাসা আছে বলেই তারা আলেম হতে পেরেছেন। কোনো কোনো পীরও ইকামাতে দীনের আন্দোলন করেন অথবা ইকামাতে দীনের আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে সংগ্রামযুগ চলছে

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যতগুলো ইসলামী রাজনৈতিক দল সক্রিয় রয়েছে এবং সারা দেশে সংগঠনের শাখা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে তারা সংগ্রাম যুগ বা লোক তৈরির যুগই অতিক্রম করছে। যারা দীনে বাতিলের মোকাবিলায় টিকে থাকার হিম্মত রাখে, ইসলামবিরোধীদের বাধা, পুলিশের লাঠি ও সরকারের জেলকে যারা ভয় করে না, তারাই এসব দলে সক্রিয় হতে সাহস পায়। এ জাতীয় লোকেরাই ইকামাতে দীনের যোগ্য নেতা বা কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠে।

দীনে বাতিল সকল ইসলামী দলের সাথে একই রকম আচরণ করে না। যে দলকে তারা বেশি অগ্রসর মনে করে সে দলের বিরুদ্ধেই তারা সবচেয়ে বেশি দুশমনি করে। কোনো ইসলামী দলকেই তারা বন্ধু মনে করে না। নির্বাচনের সময় দেখা যায়, সকল ইসলামী দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধেই ইসলামবিরোধী সকল দল একজোট হয়ে লড়াই করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দীনের বিজয়ের সম্ভাবনা

আগেই আলোচনা করেছি যে, দীনের বিজয়ের জন্য দুটো শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথম শর্ত হলো, এমন এক জামায়াত লোক তৈরি হওয়া, যাদের হাতে ক্ষমতা এলে দীনকে কায়েম করার যোগ্য বলে প্রমাণিত হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমন লোক তৈরি হলে তাদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই করেছেন। দ্বিতীয় শর্ত হলো, জনগণের সক্রিয় ইসলামবিরোধী না হওয়া।

আমরা বড়ই ভাগ্যবান যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে জনগণ ইসলামবিরোধী নয়। তাহলে প্রমাণিত হলো, বাংলাদেশে দ্বিতীয় শর্তটি আছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (স)-এর জন্মভূমিতে এ শর্তের অভাবে তাঁকে দীনের বিজয়ের জন্য হিজরত করতে হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনকে বাংলাদেশ থেকে হিজরত করতে হবে না। এ শর্তটি বাংলাদেশে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে আলেমসমাজের খিদমতে দীনের বিরাট অবদান রয়েছে।

একমাত্র প্রথম শর্তটির অভাবেই এ দেশে দীন বিজয়ী হতে পারছে না। লোক তৈরির কাজ চলছে মাত্র। দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন করে ইকামাতে দীনের আন্দোলন করার গুরুত্ব আলেমসমাজ আরো আগে থেকে উপলব্ধি করলে এতদিনে এ শর্তটি হয়তো পূরণ হয়ে যেত। আশির দশকে যারা এতগুলো ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন করলেন, তাঁরা যদি আরো আগে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন তাহলে অনেক আগেই দল গঠন করতেন।

বাংলাদেশে যতগুলো ইসলামী রাজনৈতিক দল রয়েছে তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক প্ল্যাটফরম থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারত তাহলে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জোটবদ্ধ না হয়েও বিরাট এক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতো। পাকিস্তানে যে ৬টি ইসলামী রাজনৈতিক দল একসাথে নির্বাচন করে ২০০২ সালে ৬৮টি আসনে বিজয়ী হয়ে পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে এবং সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে, সেসব দল বিচ্ছিন্নভাবে নির্বাচন করে এর আগে ২০টি আসনের বেশি পায়নি।

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতির গুরুত্ব

ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে এবং ক্ষমতা পেয়ে দুর্নীতি করার সুযোগ পাওয়ার আশায় যে ধরনের রাজনীতি করা হয়, সে রাজনীতি কোনো দীনদার মানুষ কেন, কোনো সৎ ও বিবেকবান লোকই পছন্দ করতে পারে না। কিন্তু রাসূল (স) যে রাজনীতি করেছেন তা শুধু ফরযই নয়, সব ফরযের বড় ফরয। দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে এবং জাহেলী নেতৃত্ব উৎখাত করে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে তিনি যা করেছেন, এর চেয়ে বড় ফরয আর কী হতে পারে? ইকামাতে দীনের এ ফরযিয়াতের দায়িত্ব পালন না করে দীনের শুধু খিদমত করা দ্বারা দীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। দীন বিজয়ী না হলে আল্লাহর কোনো ফরযই বাস্তবে ফরযের মর্যাদা পেতে পারে না। দীন বিজয়ী হলেই সকল ফরয চালু করা সম্ভব হয়, প্রতিটি ফরয ফরযের সঠিক মর্যাদা পায়, সব হালাল জারি হয় এবং সব হারাম বন্ধ হয়।

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে শহীদাইনে বালাকোটের পর আলেমসমাজে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ আমলে আলেমসমাজ দীনের খিদমতেই আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের ঐ খিদমতের ফলেই কুরআন-হাদীসের চর্চা জারি আছে এবং মুসলমানদের ঈমানের হেফাযত করা সম্ভব হয়েছে। তাদের এ বিরাট অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

১৯৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ওয়াদা করেছে যে, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে তারা চলে যাবে। তখন দুটো রাজনৈতিক শক্তি বিরাট জনসমর্থন পেল। একটি মি. গান্ধি ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল, আরেকটি কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ।

কংগ্রেস গোটা ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন দেখতে চায়। আর মুসলিম লীগ ভারতকে বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলোতে পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। এ দুরকম রাজনীতিই তখন গোটা ভারতবর্ষে চালু হয়েছে।

আলেমসমাজের নিজস্ব কোনো রাজনীতি ছিল না। তাঁরা যদি ইকামাতে দীনের রাজনীতি করতেন তাহলে হয়তো পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার মতো নেতৃত্ব গড়ে ওঠত। নিখিল ভারতে বিস্তৃত ওলামা সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' ১৯৩৮ সালেই কংগ্রেসের রাজনীতিকে সমর্থন দেওয়ার কথা

www.pathagar.com

ঘোষণা করেছে। ১৯৪৩ সালে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' নামে ওলামায়ে কেরাম আরেকটি বিকল্প সংগঠন কায়েম করে মুসলিম লীগের রাজনীতিকে সমর্থন করেছে।

এভাবে গোটা আলেমসমাজ কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের সমর্থকের ভূমিকা পালন করেছেন। যদি তাঁদের নিজস্ব ইসলামী রাজনীতি থাকত তাহলে মুসলিম জনগণের বিরাট অংশের মধ্যে তাঁদের নেতৃত্ব কায়েম হতো এবং তাঁরা শুধু সমর্থকের অবস্থানে থাকতে বাধ্য হতেন না। ইকামাতে দীনের আন্দোলনে সক্রিয় হলে আলেমসমাজ কংগ্রেসকে কিছুতেই সমর্থন করতে সম্মত হতেন না।

রাজনীতি কাকে বলে?

দেশ শাসন করা, জনগণের কল্যাণে আইন রচনা করা, আইন অমান্যকারীদের বিচার করা, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল রাখা, জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাযত করা ও সকল প্রকার অপরাধীদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার কায়েম করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এ সরকারি ক্ষমতা লাভের জন্যই রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। বিভিন্ন দল জনগণের নিকট তাদের কর্মসূচি তুলে ধরে, যাতে নির্বাচনে ভোটাররা তাদের হাতে সরকারি ক্ষমতা তুলে দেয়। নির্বাচনে যে দল সবচেয়ে বেশি ভোট পায় তারাই ক্ষমতায় বসে। জনগণের সমর্থনে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্নভাবে আন্দোলন, সংগ্রাম ও কার্যকলাপ চালায়। এসব কর্মকাণ্ডকেই রাজনীতি বলে।

তাই সরকার কায়েম করতে হলে রাজনীতি করতেই হবে। রাজনীতি করা ছাড়া জনগণের নিকট পরিচিত হওয়া সম্ভবই নয়।

রাজনীতি করা কি হারাম?

যেহেতু রাজনীতি করা ছাড়া সরকার কায়েম করা যায় না, সেহেতু রাজনীতি করা হারাম বা নাজায়েয হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে দীনদার ও মুত্তাকীদের মধ্যে এ ধারণা ছিল যে, রাজনীতি করা হারাম। এ ধারণা সৃষ্টির দুটো কারণ আছে :

১. ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে ইসলামী সরকার কায়েম করা যে ফরয সে চেতনা না থাকার কারণে যারা দীনের খিদমত করাই যথেষ্ট মনে করেন

www.pathagar.com

তারা রাজনীতি করা প্রয়োজন মনে করেন না। তারা শুধু আখিরাতের কামিয়াবীর উদ্দেশ্যে কাজ করেন। রাজনীতি করাকে তারা দুনিয়াদারি কাজ মনে করেন। তাই রাজনীতি করা তারা জায়েয মনে করেন না।

২. যারা রাজনীতি করেন তাদেরকে এমন সব নোংরা আচরণ করতে দেখা যায়, যা দীনদারদের নিকট ঘৃণ্য। মিথ্যা কথা বলা, চালবাজি করা, বিরোধীদেরকে অভদ্র ভাষায় মন্দ বলা, মারামারি করা ইত্যাদি রাজনৈতিক ময়দানে ব্যাপকভাবে চালু আছে। কোনো কোনো দলের নেতা-নেত্রীরাও এমন নিম্নমানের কথা বলেন এবং এমন অসভ্য আচরণ করেন, যা কোনো ভদ্রলোকের নিকটই পছন্দনীয় হতে পারে না। কোনো মুত্তাকী পরহেযগার লোকের এ জাতীয় রাজনীতিকে হারাম মনে করাই স্বাভাবিক।

ক্ষমতার রাজনীতি বনাম দেশ গড়ার রাজনীতি

রাজনীতি দুরকম হতে পারে। ক্ষমতার রাজনীতি ও দেশ গড়ার রাজনীতি। ব্রিটিশ শাসনামলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মূল নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা দেশ গড়ার রাজনীতি করেছেন। শুধু ক্ষমতা দখলই তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তাদের রাজনীতি নোংরা ছিল না।

কিন্তু যারা শুধু ক্ষমতার রাজনীতি করেন তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে এমন সব কার্যকলাপ চালান, যা অতন্ত জঘন্য। দেশকে গড়ে তোলা তাদের উদ্দেশ্য নয়। যেকোনো উপায়ে তারা সরকারি ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেন। তাদের রাজনীতির মান অত্যন্ত নিম্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

যারা দেশ গড়ার রাজনীতি করেন তাদের রাজনীতি এত নিম্নমানের হয় না। বিশেষ করে যারা ইসলামী আদর্শে দেশ গড়ার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করেন, তাদের নৈতিক মান অনেক উন্নত হওয়াই স্বাভাবিক। যারা ইসলামী রাজনীতি করেন না তারাও যদি দেশ গড়ার রাজনীতি করেন তাহলে তাদের নৈতিক মান এতটা নিম্ন হতে পারে না, যতটা ক্ষমতার রাজনীতিতে হয়ে থাকে।

রাজনীতি কি বেদীনদের নেতৃত্বেই চলবে?

রাজনীতিই দেশকে পরিচালনা করে। জনগণের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাজনীতিরই হাতে। দেশের সব নীতির রাজা হলো রাজনীতি। রাজার নীতি নয়, নীতির রাজাই হলো রাজনীতি। রাজহাঁস মানে রাজার হাঁস নয়, হাঁসের রাজা।

www.pathagar.com

সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি কোন্ নীতিতে চলবে, এসবই রাজনৈতিকভাবে ফায়সালা করা হয়।

তাই রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ যে ধরনের লোকদের হাতে থাকে সে ধরনের নীতিই দেশে চালু হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দীনদার লোকদের হাতে থাকে তাহলে দীনের নীতি অনুযায়ীই দেশ চলবে। দীনদার তাদেরকেই বলা হয়, যারা আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করে, কুরআন মাজীদকে ভক্তি করে এবং আল্লাহ, রাসূল (স) ও কুরআনকে মেনে চলে। যারা তা করে না তারা মুসলিম দাবি করলেও বেদীন হিসেবেই গণ্য। তারা নামায-রোযা করলেও আল্লাহর আইন চায় না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাদের হাতে সবসময় চলে আসছে তাদেরকে কি দীনদার বলা যায়? যদি বলা না যায় তাহলে বেদীনদের দ্বারাই দেশ পরিচালিত হয়ে এসেছে। এর জন্য দায়ী কারা? জনগণকে কি দায়ী করা যায়? জনগণের ভোটে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কায়েম হলেও তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, রাজনৈতিক ময়দানে যারা থাকে তাদের মধ্য থেকেই জনগণ যাকে বা যে দলকে পছন্দ করে তাদেরকেই ভোট দেয়।

প্রচলিত রাজনীতিকে দীনদাররা স্বাভাবিক কারণেই অপছন্দ করেন। আলেমসমাজ যদি আগে থেকেই ইসলামী রাজনীতি করতেন তাহলে সকল দীনদার মানুষই সে রাজনীতিতে শরীক ও সক্রিয় হতেন। মুসলিম জনগণের মধ্যে দীনী চেতনা যতটুকু আছে তা আলেমসমাজেরই অবদান। যদি আলেমগণ ইসলামী রাজনীতি করতেন তাহলে জনগণও সে রাজনীতিতে শরীক হতো।

জনগণ হামেশা বেদীনদেরকেই রাজনীতির ময়দানে দেখে আসছে। ভোটের রাজনীতিতে আলেমগণকে কখনো দেখেনি। আলেমসমাজ রাজনীতি ও ভোটের ময়দান বেদীনদের দখলে ছেড়ে দিয়েছেন। সে ময়দানে বেদীনরা বহু বছর থেকে একচেটিয়া দখলি স্বত্ব ভোগ করে এসেছে।

বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে লাখ লাখ আলেম আছেন। ১৯৮০-এর দশকে আলেম ও পীরগণের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল কায়েম হওয়া সত্ত্বেও এখনো খুব অল্পসংখ্যক আলেমই সেসব দলে সক্রিয়ভাবে শরীক হয়েছেন। এককেটি নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন বেদীন দল থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য জনগণের নিকট রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত কমপক্ষে ১০/১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। সারাদেশে জনগণের নিকট রাজনৈতিক নেতা

www.pathagar.com

হিসেবে পরিচিত কতজন আলেম আছেন? বহু নির্বাচনী এলাকায় এমন একজন আলেম পাওয়াও কঠিন, যিনি ভোটের ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করবেন।

রাজনৈতিক ময়দানে দীর্ঘদিনের দখলদার বেদীন নেতৃত্বের সাথে প্রতিযোগিতা করার যোগ্য নেতা হিসেবে আলেমগণকে গড়ে ওঠতে অনেক সময় লাগবে। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জনগণের নিকট পরিচিত হতে হলে ব্যাপক কর্মতৎপরতা প্রয়োজন। জনগণকে ইসলামী রাজনীতির সাথে পরিচিত করতেও যথেষ্ট সময় দরকার।

আলেমসমাজ যদি সত্যি বাংলাদেশে ইসলামকে বিজয়ী দেখতে চান, ইসলামী খিলাফত কায়েম করতে চান, ইসলামী শাসনতন্ত্র ও ইসলামী আইন জারি করতে চান, তাহলে বিপুলসংখ্যায় আলেমগণকে রাজনীতির কঠিন ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে– যাতে সকল নির্বাচনী এলাকায় বেদীনদের বিকল্প নেতৃত্ব জনগণ দেখতে পায়। প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়নে ইসলামী দলগুলোর সক্রিয় শাখা কায়েম হতে হবে। যতদিন বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে না ওঠবে ততদিন বেদীন নেতাদের রাজনীতির অধীনেই আলেমসমাজকে থাকতে হবে এবং ততদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামী শাসন তো দূরের কথা, ইসলামী রাজনীতিও প্রাধান্য পাবে না।

জনসমর্থন ছাড়া ইসলামের বিজয় সম্ভব নয়

আলেমসমাজ রাজনীতির ময়দানে আগে আসেননি বলে জনগণ জানতেই পারেনি যে, ইসলামেও রাজনীতি আছে। মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক, খানকার পীর, ওয়ায়েয ও তাবলীগের মাধ্যমে জনগণ ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই জেনেছে। ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার বিধানও দিয়েছে এবং সরকার গঠন ও ইসলামী নেতৃত্ব কায়েমের হুকুমও দিয়েছে বলে মুসলিম জনগণ জানত না। যাদের মাধ্যমে তারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে জেনেছে দীনের সেই উস্তাদগণ না শেখালে তারা কোথা থেকে জানবে?

ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যেসব ইসলামী দল ময়দানে আছে, সেগুলো জনগণকে ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী হুকুমতের কথা শেখাতে চাইলে ইমাম, পীর, ওয়ায়েয ও মাদরাসার শিক্ষকগণকে রাজনীতির ময়দানে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারণ, তারাই জনগণের ইসলামী শিক্ষক।

www.pathagar.com

বর্তমান বেদীন নেতৃত্বের বদলে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েম করতে হলে জনগণের সমর্থন ছাড়া তা সম্ভব নয়। একমাত্র ভোটের মাধ্যমেই নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়। অন্য কোনো উপায়ে নেতৃত্বের পরিবর্তন হতে পারে না। বোমা মেরে বা বিপ্লব করে যারা ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারাই ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে।

যারা বলেন, গণতন্ত্র হারাম, নির্বাচন নয় বিপ্লব করে ইসলাম কায়েম করতে হবে, তারা বিভ্রান্ত। আলেমসমাজ তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে অগ্রাহ্য করে গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলামকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

মাদরাসা কমিটি, স্কুল কমিটি, কলেজ গভর্নিং বডি, ইউনিয়ন কাউন্সিল ভোটের মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়। সেখানে যেমন বিপ্লব বা বোমা কোনো কাজে লাগে না, জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও কোনো বিপ্লব কাজে আসে না।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণকে সার্বভৌম শক্তি মনে করা হয়। আমরা একমাত্র আল্লাহকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করি। নির্বাচন ও ভোটের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

সৃজনশীল বইয়ের তালিকা

অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত-
সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)
জীবনে যা দেখলাম (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ খণ্ড)
অধ্যাপক গোলাম আযম রচনাবলি (প্রকাশিতব্য)
মযবুত ঈমান ◆ জীবন্ত নামায ◆ সহীহ ইল্‌ম ও নেক আমল
পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়
বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস (১৯৭৯-২০০৫)
পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন
আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি
সৎ লোকের এতো অভাব কেন ◆ ইসলাম ও দর্শন ◆ ইসলাম ও বিজ্ঞান
বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটনাবহুল ৭৫ সাল
আমার দেশ বাংলাদেশ ◆ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন
রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা
সীরাতুন্নবী (স) সংকলন ◆ মুমিনের জেলখানা
শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা ◆ বিয়ে তালাক ফারায়েয
তাওহীদ শিরক ও তিন তাসবীহ'র হাকীকত
ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা
খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে
বিশ্বজাহানের স্রষ্টা যিনি বিধানদাতাও একমাত্র তিনি
আলেমসমাজ ও দীনদারদের খিদমতে জরুরি প্রশ্ন
নাস্তিকতা ও আস্তিকতা -ড. কাজী দীন মুহম্মদ
মহানবী (স)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য -ড. কাজী দীন মুহম্মদ
কুরআনের পরিভাষা -ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি
-আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
দেশ সমাজ রাজনীতি -শাহ আবদুল হান্নান
এ জেড এম শামসুল আলম রচিত-
আশারাহ্ মুবাশশারাহ্
ব্যক্তিত্বের বিকাশ (ভাষা পোশাক স্বাস্থ্য)
চাকরি পদোন্নতি ও পেশাগত সাফল্য
আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম -আবদুল মতীন জালালাবাদী
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রচিত-
আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী
মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান
নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা
শব্দ ধানুকী নজরুল -শাহাবুদ্দিন আহমদ
বাংলা সাহিত্যে রাসূল (স) প্রশস্তি -শাহাবুদ্দিন আহমদ
নজরুলের নানান দিক -শেখ দরবার আলম
আধুনিক ব্যাংকিং -ইকবাল কবির মোহন

আব্দুল্লাহইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ রচিত-
মানুষের শেষ ঠিকানা
সাইয়েদ কুতুব ঃ জীবন ও কর্ম
ইসলামে হজ্জ ও ওমরা
মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন
ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সময় ব্যবস্থাপনা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস -প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী
পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াত -প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী
কথোপকথন : আল মাহমুদ -ওমর বিশ্বাস সম্পাদিত
অধ্যাপক শাহেদ আলী প্রবন্ধ সমগ্র-১ -অধ্যাপক আব্দুল গফুর সম্পাদিত
সেরা গুপ্তচর কাহিনী -আবদুল মতীন জালালাবাদী
আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা -মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও জামাল উদ্দিন আফগানী -মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
মাসাইল সংকলন -মুহাম্মদ হিফযুর রহমান
মহিলা মাসাইল -মাসউদুর রহমান নূর অনূদিত
সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নারী ও ইসলাম -এস এম আবদুস্ ছালাম আজাদ
মাসাইলে সাহু সিজদাহ -মুফতী হাবিবুর রহমান খয়রাবাদী
বাংলাদেশে উর্দু সাহিত্য -ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া
বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য -মোশাররফ হোসেন খান
আল-মুনীর সিয়াম স্মারক গ্রন্থ
মুহাম্মদ্ হেলাল উদ্দীন সম্পাদিত
ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ
-ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
A Manual Of Islaam -মোহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
প্র্যাকটিস অব হারবাল মেডিসিন -আ স ম শামুন অর রশীদ
হযরত মুহম্মদ (স) ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ (অনূদিত)
-ড. এম এ শ্রীবাস্তব (ভারত)
ইবনে বতুতার সফরনামা -মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস অনূদিত
পরকাল ও তার প্রমাণ -সৈয়দ হামিদ আলী (ভারত)
যমুনার ধারা বহে -মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস
হিমালয় দুহিতার উষ্ণতায় -সালমান আযামী
আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া মজুমদার রচিত-
আল্লাহর আইন না মানার হুকুম ঃ কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর
প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীদের জন্য যা জানা একান্ত কর্তব্য
আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ
মাওলানা দেলোয়ার হোসেন রচিত-
ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ইহতিসাব
সালাম অনুপম ব্যক্তিত্ব ও সুন্দর সমাজ গঠনের হাতিয়ার
হাদীসের আলোকে ভালো কাজের সুফল মন্দ কাজের কুফল

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কামিয়া [illegible] দামে) বিক্রয় করা হয়

www.pathagar.com